এম.পি.প্রোডাক্সন্সের

প্রযোজনায়

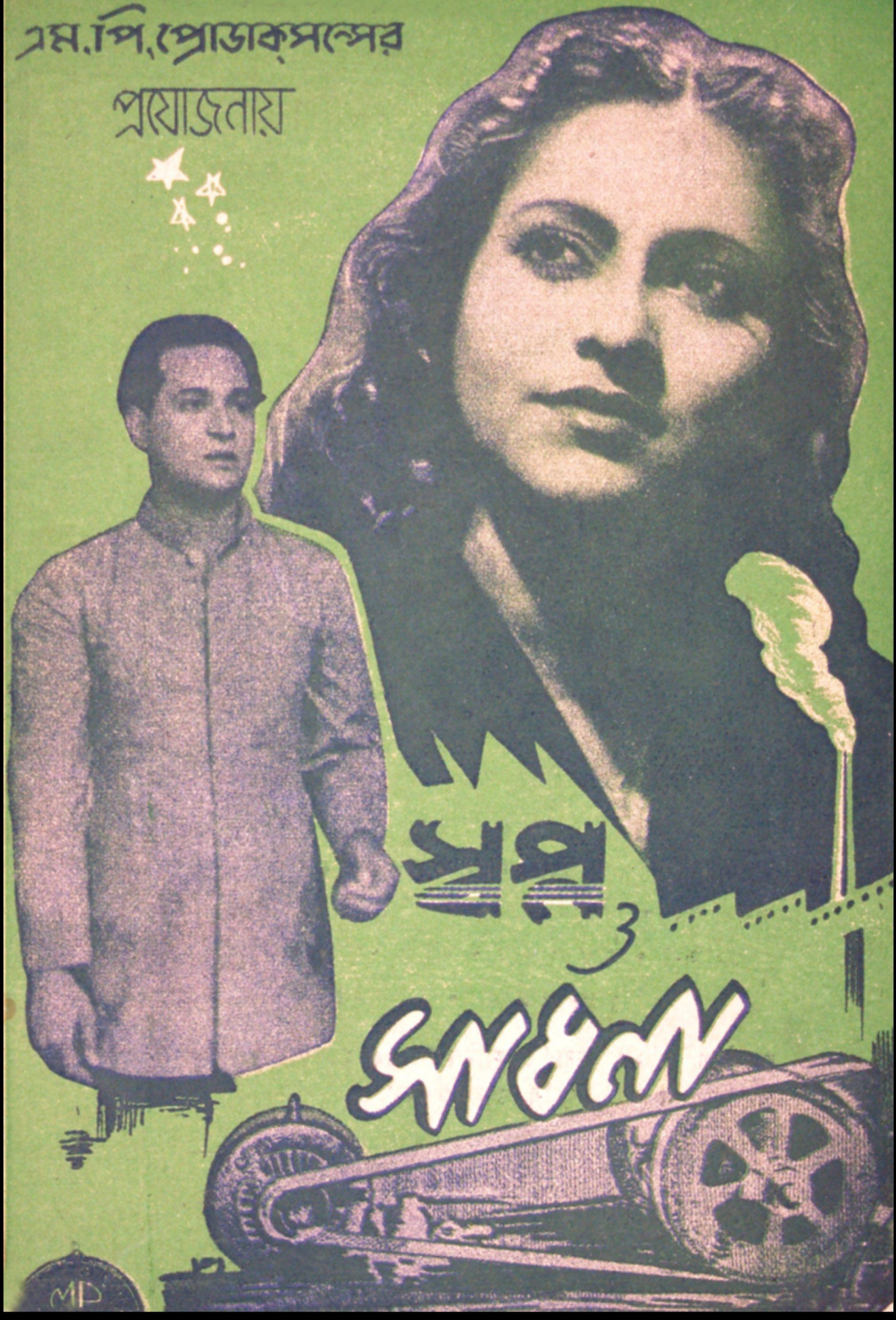

স্বপ্ন ও সাধনা

এম্, পি, প্রোডাক্সন্সের

স্বপ্ন ও সাধনা

কাহিনী ... নিতাই ভট্টাচার্য্য গান ... শৈলেন রায়

সুর সৃষ্টি ... রবীন চট্টোপাধ্যায়

নাচ্য শিক্ষক	... নরেশ মিত্র	রাসায়নিক	... শৈলেন ঘোষাল
চিত্র-শিল্পী	... বিভূতি লাহা	সম্পাদক	... কমল গাঙ্গুলী
শব্দ যন্ত্রী	... যতীন দত্ত	শিল্প-নির্দ্দেশক	... তারক বসু
সেটিং	... গুপী সেন	বৈজ্ঞানিক	
কর্ম্মাধ্যক্ষ	... বিমল ঘোষ	প্রক্রিয়াবিদ	... বীরেন গুপ্ত

পরিচালনা ... অগ্রদূত

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা	... সরোজ দে	রসায়নাগার	...গোপাল গাঙ্গুলী, ভোলা মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সাহা, সুকেশ রায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
চিত্র-শিল্প	... সুশান্ত মৈত্র, সাধন রায়, বিজয় ঘোষ		
শব্দ-যন্ত্র	... তরণী রায়, অনিল তালুকদার	মেক্-আপ	...বসির, মুন্সী, কেশব
সঙ্গীত	... উমাপতি শীল	আলোক সম্পাত	...সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, অনিল দাস
ব্যবস্থাপনা	... সুবোধ পাল, প্রফুল্ল বসু		

:: ভূমিকায় ::

সন্ধ্যারাণী • পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় • নরেশ মিত্র • জহর গাঙ্গুলী

অজন্তা কর • জীবেন বসু • বন্দনা দেবী • রেবা দেবী

সুহাসিনী • কানু বন্দ্যোঃ • মাষ্টার শম্ভু • অমর বসু

রূপেন চক্রবর্ত্তী • নির্ম্মল রুদ্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :: ১। নর্দার্ণ মেকানিক্যাল এণ্ড ইলেক্‌ট্রিক্যাল ওয়ার্কস
:: ২। বি, সি, গুপ্ত এণ্ড কোং

কালী ফিল্মস ষ্টুডিয়োতে গৃহীত

পরিবেশক— ডি ল্যুক্স ফিল্মস

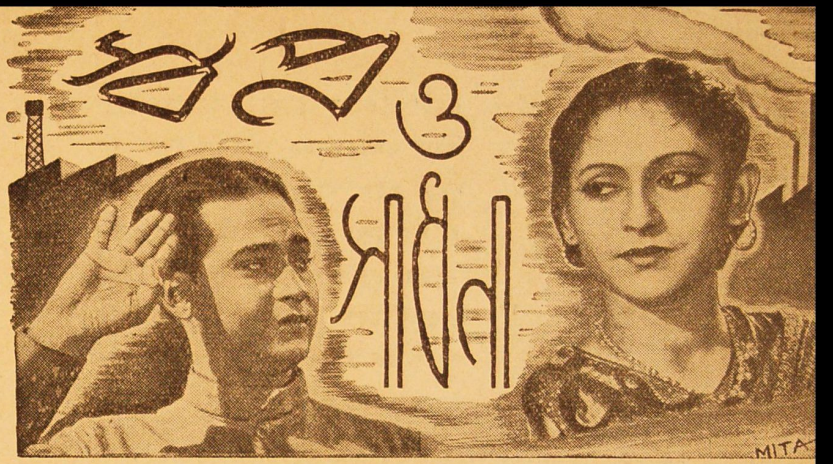

মনিবের সঙ্গে কর্ম্মচারীদের যে সম্বন্ধটা সাধারণতঃ দেখা যায়—বিরাট ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের বিপুল বিত্তশালী মালিক মিঃ রায় কিন্তু সম্পূর্ণ তার বিপরীত। তিনি কর্ম্মচারীদের ভালবাসেন এবং প্রত্যেকটি লোকের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করাটাই তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্য।

তাই সেদিন মিঃ রায় তাঁর ড্রাইভারকে সামান্য অসুস্থ দেখেই তাকে ছুটি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ঠিক তার পরই তাঁর একমাত্র আদুরে মেয়ে কনকের গাড়ীর দরকার পড়ল। কিন্তু ড্রাইভার কোথায়? এদিকে কনককে তার এক বন্ধুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেই হবে। ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারকে কনক টেলিফোনে জানাল যে তাকে এখুনি—এক ঘণ্টার মধ্যে একজন ড্রাইভার ঠিক করে পাঠাতে হবে। ম্যানেজার পড়লেন অকূল পাথারে—ড্রাইভার এখন তিনি কোথায় পান? ফ্যাক্টরীতে তো আর ড্রাইভার তৈরী হয় না!

এদিকে মনিব-কন্যার অনুরোধ তিনি ঠেলতেও পারেন না। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি তাঁর শ্যালক অজয়ের শরণাপন্ন হলেন। অজয় একজন এম-এস-সি, বি-ই—মোটরের প্রত্যেকটি অংশ নিজে তৈরী করে এক অদ্ভুত রকমের মোটর তৈরী করেছে। তা ছাড়া সে আরও

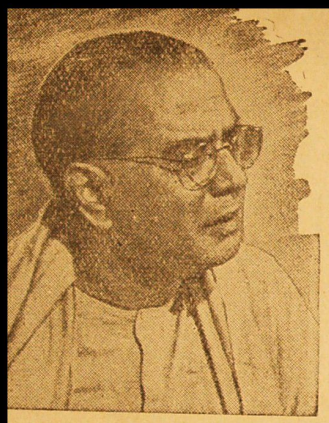

একটা জিনিষ তৈরী করেছে—সেটা বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্র—যা দিয়ে সে সমস্ত সহর আলোকিত করতে পারে। এ সব নিয়ে সব সময়ই সে তার নিজের ছোট্ট ফ্যাক্টরীতে নতুন নতুন 'এক্সপেরিমেণ্ট' করতে ব্যস্ত। ভগ্নি-পতির এই 'দারুণ বিপদে' অজয় তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল।

কনকের গাড়ী চাগিয়ে অজয় তাকে তার বন্ধুর বাড়ী নিয়ে গেল। সেখানে অজয়ের এক বন্ধুর সাথে দেখা হওয়াতে তার ছদ্মবেশ খুলে পড়ল! সে যে সত্যিকারের ড্রাইভার নয় এবং সে যে একজন ভাল বেহালা-বাজিয়ে—একথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় কনক রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠল, আর তার মুখ দেখেও মনে হল যে সে ভীষণ চটে উঠেছে। নিমন্ত্রণ-শেষে কনক বাড়ী ফিরে গিয়ে ড্রাইভারকে মজুরী বাবদ দু'খানি দশটাকার নোট বখশিষ দিল।

এদিকে হঠাৎ মিঃ রায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারে বলল, 'ব্ল্যাডপ্রেসার—সেইজন্য তাঁর প্রয়োজন সম্পূর্ণ অবকাশ। বার্লি প্রমুখ লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। এদিকে মিঃ রায় ছিলেন একটু পেটুক প্রকৃতির লোক। তিনি তাঁর চাকরকে দিয়ে বাজার থেকে লুচি, আলুর দম প্রভৃতি যত সব মুখরোচক খাবার কিনে আনিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতেন—আর খাওয়ার শেষে একটি বর্ম্মা চুরুট ধরিয়ে অপরিসীম আনন্দলাভ করতেন। তিনি একটু সুস্থ হলে পর ডাক্তার তাঁকে সকালে ও বিকালে দু'ঘণ্টা করে বেড়াবার অনুমতি দিয়ে গেলেন।

তাঁর কর্ম্মব্যস্ত জীবনে এমন একটানা অবকাশের স্থান কোথায়? একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলেন যে একটা মোটর গ্যারেজের অর্দ্ধাংশ বিক্রয় করা হবে তিনি রামেশ্বর বাবু সেজে এই অর্দ্ধাংশ কিনে ফেললেন। বাকী অর্দ্ধাংশ কিনেছে আমাদের অজয়।

যাই হোক, রামেশ্বর বাবু আর অজয় হল এই গ্যারেজের দুই অংশীদার। অজয় দেখে কারখানার যাবতীয় কাজ এবং রামেশ্বরবাবু রাখেন টাকা পয়সার হিসাব। অল্প দিনের মধ্যেই এই গ্যারেজের বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। একদিন কনক গাড়ী সারাবার অজুহাতে এই গ্যারেজে বেড়াতে এসে এর আধুনিকতা এবং বিরাটত্ব দেখে খুশী হল। অজয়ের কিন্তু কোন দিকে তাকাবার সময় নেই—সে নানা-জাতীয় কাজের মধ্যে একেবারে মশগুল হয়ে আছে। মিঃ রায় কন্যাকে দেখে ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দিলেন, পাছে সব জানাজানি হয়ে যায়।

কনকও একদিন ধরে ফেললে তার পিতার লুকোচুরী খেলা—কিন্তু মুখে কাউকে কিছুই বললে না।

কনক প্রায়ই অজয়ের গ্যারেজে আসে, কিন্তু দেখে যে অজয় সব সময়ই তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অজয়কে কনকের বেশ লাগে, তাই সে তার সান্নিধ্য আরও বেশী করে পেতে চায় আর কনককে যে অজয়ের ভাল লাগে না তা নয়, তবে অত বড় ধনীর মেয়েকে একান্ত আপনার করে পাওয়াকে সে স্বপ্ন বলেই মনে করে!

তাই অজয় তার নিজের তৈরী মোটর ও 'ইলেক্‌ট্রিসিটি জেনারেটরে'র সাধনাতেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তার এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে চাই পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ... এত টাকা

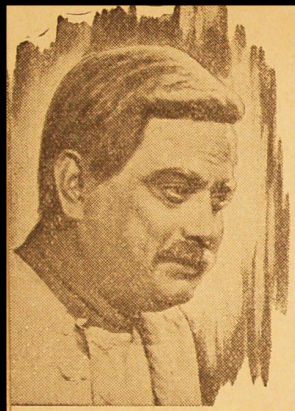

দিয়ে কে তাকে সাহায্য করবে? সে মাঝে মাঝে হাল ছেড়ে দেয়।

তারপর আসে দুর্দ্দিন···অতীব দুর্দ্দিন! অজয়ের এতদিনের পরিশ্রম—এতদিনের সাধনা ধূলিসাৎ হয়ে যাবার যোগাড় হয়।

কিন্তু দুঃখের কালো মেঘের ফাঁকে কি সূর্য্যের সোনালী কিরণ দেখা যাবে না কোনোদিন? অজয়ের এতদিনের সাধনা—ভবিষ্যতের এমন রঙীন স্বপ্ন—সে কি একেবারেই নিরর্থক হবে?

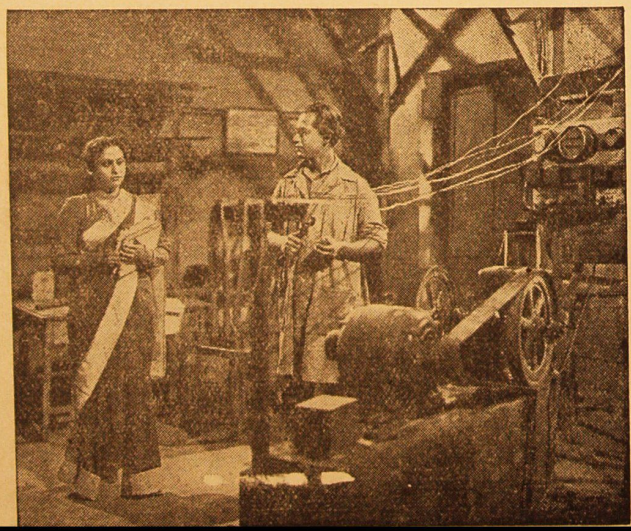

গান

(১)

গানের সুরে জ্বালব তারার দীপগুলি
সুরের দোলায় হৃদয় দোলাব
ভেবেছিলাম তোমায় আমি
গান শোনাব
আমার গোপন সুরের মাধুরী
জাগিয়ে দেবে আলোর বাঁশরী
এই গানে মোর বকুল বনের
মুকুল ফোটাব
খুঁজতে গিয়ে আমার গানের মিল
ক্ষণ বা চোখের আবেশ নিয়ে
আকাশ হল নীল—
গানের দোসর সুরের সাথী গো
সুরের ফুলে পরাণ বাঁধি গো,
গান গেয়ে আজ গানহারাদের
হৃদয় ভোলাব

(২)

সে যেন দখিন হাওয়ার সাথী
সে যেন চাঁদের আলোয় ছিল,
বাঁশী তার বেণু বনের চঞ্চলতায় সুর দিল
যেন সে চাঁদের আলোয় ছিল
সারা বেলা—
সারা বেলা ভ্রমর হয়ে গুণগুণিয়ে যায় ঘায়
গায় বুঝি সে অকারণের গান শুনিয়ে
সে গানে বাতায়নে লতার ফুলে দোল দিল
যেন সে চাঁদের আলোয় ছিল
সে যেন দখিন হাওয়ার সাথী
আকাশে তার ইন্দ্রধনু রং ছড়ায়
তার অনুরাগ—
তার অনুরাগ মালার মত মন জড়ায়
যেন তার চোখের চাওয়ায় স্বপন আছে
দূরে যায় সে রয় তবু বুকের কাছে
বুঝি কোন খুশীর ঢেউয়ে হিয়া মোর তরঙ্গিল
যেন সে চাঁদের আলোয় ছিল—
সে যেন দক্ষিণ হাওয়ার সাথী

যায় সে বিশু ডাক্তারের কাছে। নিবারণের ব্যথায় দুষ্টগ্রহ বিশু ডাক্তারের হৃদয় গলে যায়। বিশু ডাক্তারের প্ল্যান ত' তৈরী,—বিপ্লববাদীদের এক মস্ত নেত্রী প্রমাণ ক'রে চণ্ডীকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার প্ল্যান অনুসারে কাজও সুরু হয় তখুনি। কিন্তু বিশু ডাক্তারের স্বার্থ কি ? সে এতটা করে কেন ?

চণ্ডীর মহলে অনেকগুলো পুরণো প্রথা ও ব্যবস্থার ওলোট-পালোট দেখে হরিনারায়ণের ক্ষুব্ধ মন আরও ক্ষুব্ধ হয়। জিজ্ঞেস ক'রে মোটামুটি ভাল উত্তরও মেলে না যেন। কিন্তু চণ্ডীর নামে নালিশের কৈফিয়ৎ তলব ক'রে হরিনারায়ণ যখন চণ্ডীর মুখে শোনেন্ যে চণ্ডীরও কয়েকটা নালিশ আছে এবং সে নালিশ স্বয়ং তাঁরই বিরুদ্ধে, তখন স্তব্ধ হ'য়ে তিনি শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন, বাজপড়া গাছের মত! —তাঁর মৃতা স্ত্রীকে তিনি ঠকিয়েচেন, চণ্ডীর নিরীহ বাবাকে ঠকিয়েচেন, বড় ছেলে গোবিন্দকে ঠকিয়েচেন, এবং নিজেকে ঠকিয়েচেন ও ঠকাচ্ছেন। নালিশ শুনে হরিনারায়ণ আর স্থির থাকতে পারেননা। রেগে আগুন হ'য়ে বলেন, কুক্ষণেই তোমায় এনেচি, তুমি গাঙ্গুলি-বংশ ছারখার করতে এসেচ! সংযত স্বরে চণ্ডী বলে,—উত্তেজিত হবেন না বাবা, আপনিই ত' হুকুম করলেন সব কথা বল্‌তে, সুবিচার করবেন বলে। দাঁতে দাঁত চেপে হরিনারায়ণ শুধু ব'লতে পারেন—হঁ্যা—বিচার করবো, সুবিচারই করবো। কিন্তু তার ফল কি হবে জান ? স্বামীর হাত ধরে আমার জমিদারীর বাইরে তোমায় চলে যেতে হবে!

কিন্তু চণ্ডী যদি তার নালিশ প্রমাণ করতে পারে, তা হ'লে ?

চণ্ডী তার ছোট্ট হৃদয়ে সত্য-সুন্দরকে—তার আদর্শকে—উপলব্ধি করে। তার হৃদয় জুড়ে তাই গুঞ্জন ওঠে—'দুঃখেরে করি না ভয়, সত্যের হবে যে জয়!" আবার—

যাত্রাপথের বেলা-শেষে
বিপদ ঘনায় যবে'
যুগে যুগে সাহস দিয়ো
অভয়-শঙ্খ-রবে!

আসুক্ না ষড়যন্ত্র তার বেড়াজাল ছড়িয়ে, মিথ্যা নালিশের রুদ্ধ-আক্রোশ তার ফণা তুলে, চণ্ডী হটবে না। ষড়যন্ত্রের বেড়া-জাল ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে, উদ্যত ফণা ব্যর্থ ক'রে বেরিয়ে আসবে সে মুক্তির নিশান উড়িয়ে, শান্তির বাণী নিয়ে! সে যে স্বয়ংসিদ্ধা!

অনিল কুমার সরকার—সম্পাদিত

(১)

ওরে বাউল একতারাতে
সেই গান গেয়ে যা,
যে গানের সুরে জগত জুড়ে
জাগ্‌বে মোদের মা
হাস্‌বে সোনার গাঁ॥
স্বামীর তরে দিল পরাণ এই দেশে রই মেয়ে
আবার ছেলের তরে যুগে যুগে দশভুজা হ'য়ে—
মার মুখে হাসি, হাতে অসি রক্ত-রাঙা পা
ছিল যা তোর বেভুল হাওয়ায়
ভুলিস্ না আর তা॥
ভারত ভূমির কর আরতি পঞ্চ-প্রদীপ পঞ্চসতী
বল ধন্য মোদের দেশের মেয়ে ধন্য মোদের মা॥
(ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য)

(২)

তু শাকতি দে দে মাতা,
উহ্‌য়ি গীত মায় গাউঙ্গি যো
শোওয়ে জ্যাগকো জাগাতা
ভুজায়ো মে তু ভর্‌দে শ্যাকতি,
লায়েঙ্গে যো দেশ্‌কি মুক্তি
হিম্মত্ সে মন্ ভরদে হামারা
জোর দে জাগ্‌সে নাতা॥
হটাদে মাতা ঘটায়ে কালি,
ঘর্ ঘর্ মে হোয়ে খুসিয়ালী
ব্যস্ যায়ে সন্‌সার নায়া যো
কহি ন শীষ্ নওয়াতা। —সুরেশ চৌধুরী

(৩)

ওমা ছি ছি ছি ছি একি বর গো
জাগেও না রাগেও না, যতই মারো চড় গো।
খোঁচা দিলেও নড়ে না, মুখে রাও করে না
বুঝি বোবা কালা নিরেট গাধা
নাই চেতনা, জড় গো!
এটা কাঠ—না না পাথর গো
বাইরে সবই বরের মতন সাজ তো—
কিন্তু বিয়ে করা নয় এ বরের কাজ তো!
বর তো ভয়ে জড়সড়—আমাদের কনে হ'ল বড়—
বর নয় এ পুরুৎ কনে একেবারে গোবর গো॥
—পতিত পাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪) নিদ্রামগন শিবেরে বার'
আজি উমার সাধনা হ'ল কি সুরু
ডাকে মেঘ—বাজে ডমরু—
ঝর ঝর বাদল পড়িল ঝরি'।
মরা-ডালে জাগে প্রাণ নূতন পাতায়
আশার মুকুল দোলে নব চেতনায়,
কানায় কানায় নদী উঠিল ভরি'।
চুপে চুপে এল শীত;
মাধবীর বনে বনে গুঞ্জরে গীত
অলি কার আবাহন!
পিক্-বঁধু ডেকে কয়, চিনিগো তোমায় বরনারি,
অশিবের মাঝে জাগিবে সুন্দর
তারি ধেয়ানে গৌরী। —অনিল সরকার

(৫) হে অজানা, জানি আমি জানি
আমার জীবন মাঝে উঠ্‌বে বেজে
তোমার বাঁশীখানি।
সে দিন আমার সকল পূজা
যা আছে মোর পথের বোঝা
আপন হাতে নেবে সবাই নেবে আমায় টানি।
হয়তো সেদিন আসবে ফিরে অন্ধ বিভাবরী
আঁধার তলে আমার ঘাটে ভিড়বে তোমার তরী—
কাণ্ডারী হে তোমার লাগি
রইবো আমি একলা জাগি,
প্র ণা
৺অজয় ভট্টাচার্য

(৬)

জাগো সত্য জাগো সুন্দর জাগো জাগো শিবাজি!
মন্দিরে তব উঠে জয়গান
নব-প্রেরণায় ভেসে যাক্ প্রাণ,
আশার আলোকে জাগাও ধরণী
আঁধার বিনাশি' আজি।
দুঃখেরে করি না ভয় সত্যের হবে যে জয়—
হেসে ঝরে যায় বেদনার ফুল, পূর্ণ পূজার সাজি
অন্তর মম সুন্দর কর অন্তরে বিরাজি।
যাত্রাপথের বেলা-শেষে
বিপদ ঘনায় যবে,
যুগে যুগে সাহস দিয়ো—
অভয়-শঙ্খ-রবে!
অলখে থাকি' রাঙাও তুমি হৃদয়-কুসুম-রাজি।
—অনিল সরকার

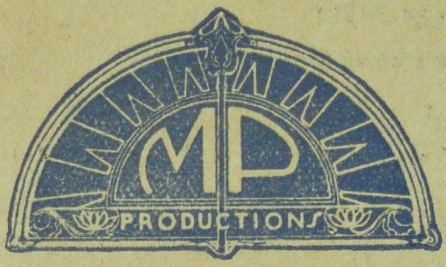

এম, পি, প্রোডাক্‌সন্সের পক্ষ হইতে রণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
এবং প্রকাশিত ও ১২৩-১, আপার সার্কুলার রোডস্থ, দীপালী প্রেস
কলিকাতা, হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।